জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু বাতিক ছিল

পাঠিয়েছেন: নিখিল পাল, কোলকাতা

'জীবনানন্দ দাশ একমাত্র দায়বদ্ধ ছিলেন তার কবিতার প্রতি। নিজের প্রতিভা, নিজের কবিতা ছাড়া আর কিছু তার কাছে গণ্য ছিল না, এমনকি মৃত্যুকেও তিনি গণ্য করেননি। সে অর্থে জীবনানন্দ দাশ একশ' ভাগ স্বার্থপর ছিলেন।' বলেছেন কবি জীবনানন্দ দাশের লেখার সংগ্রাহক, পাণ্ডুলিপি ও ডায়েরির সম্পাদনাকারী কবি ভূমেন্দ্র গুহ। সম্প্রতি ঢাকার ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে সাহিত্যের মাসিক কাগজ 'কালি ও কলম' আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত এ হৃদরোগ চিকিৎসক ও গবেষক এভাবেই তার বক্তব্য শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে কবি ভূমেন্দ্র গুহ জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন, মৃত্য রহস্য, সৃষ্টিকর্ম নিয়ে তথ্য ও ব্যক্তিগত মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন। বক্তব্য শেষে উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন জনের প্রশ্নেরও জবাব দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন কালি ও কলম সম্পাদক আবুল হাসনাত।

কবি ভূমেন্দ্র গুহ বলেন, জীবনানন্দের মৃত্যু আত্মহত্যাই ছিল। তার মৃত্যু বাতিক ছিল। ধূসর পাণ্ডুলিপিসহ বিভিন্ন কবিতায় তার মৃত্যু চিন্ত্মা বার বার প্রকাশ পেয়েছে। 'বাইপোলার ডিজঅর্ডার' রোগ তার মধ্যেও ছিল। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা। এতে মানুষ একসময় সবচেয়ে হাসিখুশি প্রাণবন্ত থাকে, থাকে প্রচুর সৃষ্টিশীল। আবার অন্যসময় নিজেকে কিংবা অন্যকে খুনও করতে পারেন, আলাদা থাকেন, মিশতে পারেন না। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে আমরা দেখি তিনি একসময় মাসে দুই/তিনটি উপন্যাস লিখতেন, 'রূপসী বাংলা' লিখতে তার সাত দিনও সময় লাগেনি। আবার দেশভাগের পর যখন তার চাকরি নেই, সংসার চলে না, নৈতিকতা-নীতিবোধে প্রচণ্ড বিশ্বাসী কবি যখন তা পেলেন না তখন হতাশ হয়ে পড়েন। তাতে তার মৃত্যুকে অপঘাতই বলতে পারেন।

তিনি বলেন, জীবনানন্দ দাশের একক কোনো ছবি ছিল না। এখন যে ছবিটি ছাপা হয় সেটি নেয়া হয়েছিল গ্রুপ ছবি থেকে, তার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজনে। এই কবির স্থির কোন আয় ছিল না। লেখালেখি, ইন্স্যুরেন্সের দালালি, অর্ডার সাপ্লাই কোম্পানির মালিকের সহকারী হিসেবে কাজ করে সংসার চালাতেন। স্থির আয় ছিলো তার স্ত্রী লাবণ্য দাশের। এ জন্য তার দম্ভও ছিল। স্ত্রী কর্কশ স্বভাবের ছিলেন। তিনি সংসার চালান তা বুঝাতে চাইতেন। তিনি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। আর সৌন্দর্যের প্রতি কবির প্রবল আগ্রহ ছিল। তা তিনি অবদমিত রাখতে পারেননি। অসম সম্পর্ক সব সময় সুখকর হয় না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

কবি জীবনান্দ দাশের জীবনে তোলা একমাত্র ছবি এটি

নিখিল পাল, কোলকাতা